গবাদিপশুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্টকরণ, পশুর চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয়:

হৃষ্টপুষ্টকরণে করণীয়:

১. দেড় থেকে দুই বছরের সুস্থ ষাড় গরু ক্রয় করতে হবে।

২. হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমের পূর্বে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা ও গলাফুলা রোগের টিকা দিতে হবে।

৩. সুষম খাবারের পাশাপাশি ইউরিয়া ও মোলাসেস দিয়ে প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়াতে হবে।

৪. হৃষ্টপুষ্টকরণে কোন হরমোন ও স্টেরয়েড ব্যবহার করা যাবে না।

পশুর চামড়া ছাড়ানো বিষয়ে করণীয়:

১. পশু জবাই করার পূর্বে ভালভাবে গোসল করাতে হবে এবং প্রচুর পানি খাওয়াতে হবে।

২. নোকদার ছুরির অগ্রভাগ দিয়ে জবেহ করার স্থান থেকে গলা, সিনা ও পেটের উপর দিয়ে সোজা-সোজি দাগ কাটতে হবে।

৩. সামনের দু'পায়ের হাটু থেকে সিনা পর্যন্ত একটি দাগ কেটে প্রথম দাগের সাথে যোগ করতে হবে এবং অনুরুপভাবে পিছনের দু'পায়ের হাটুর নীচ থেকে দাগ কেটে প্রথম দাগ পর্যন্ত কাটতে হবে।

৪ ছাড়াইকৃত চামড়া যথাশীঘ্র বিক্রয় কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়:

১. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই করতে হবে।

২. পশু জবাই করার পর রক্ত যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পরিবেশের ক্ষতি না করে সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলতে হবে।

৪. পশু জবাইয়ের স্থান পানি দিয়ে ভালভাবে ধৌত করে জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

CamScanner

কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায়

গবাদিপশু হৃষ্ট-পুষ্টকরণে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত সুষম পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য উপাদানই যথেষ্ট, অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই।

সুস্থ গরু চেনার উপায় :

* নাকের উপরের কালো অংশ ভেজা ভেজা এবং চকচকে হবে;
* পিঠের কুজ মোটা ও টান টান থাকবে;
* সব সময় কান ও লেজ নাড়াচাড়া করবে;
* স্বাভাবিক চাঞ্চল্য থাকবে এবং জাবর কাটবে;
* মুখের সামনে খাবার ধরলে নিজ থেকে জিহ্বা দিয়ে টেনে খাবে;
* শরীরের চামড়া টানটান, পশম মসৃণ ও উজ্জ্বল হবে;
* চামড়া টান দিয়ে ছেড়ে দিলে দ্রুত পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রকাশনায়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

ছাগল-ভেড়াকে নিয়মিত পিপিআর টিকা দিন এবং দেশকে পিপিআর মুক্ত রাখুন!

পিপিআর ছাগলের একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুহার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ। কিন্তু নিয়মিত ও সঠিক পদ্ধতিতে টিকা প্রদানে এ রোগ থেকে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ মুক্ত থাকা যায়। প্রাণি স্বাস্থ্যের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (OIE) ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশকে পিপিআর মুক্তকরণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

পিপিআর রোগের লক্ষণ ঃ

১. আক্রান্ত ছাগলের অরুচি ও জ্বর থাকে যা ১০৭-১০৮ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
২. ছাগল ঝিম ধরে পিট বাঁকা ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।
৩. নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়।
৪. মুখের ভিতর মাড়ী ও জিহ্বায় ঘা হয় এবং জিহ্বার গোড়া ফুলে যায়।
৫. রক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয় যা শরীর ও লেজে লেগে থাকে।
৬. উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ৭-১০ দিনের মধ্যে ছাগলের মৃত্যু ঘটে।

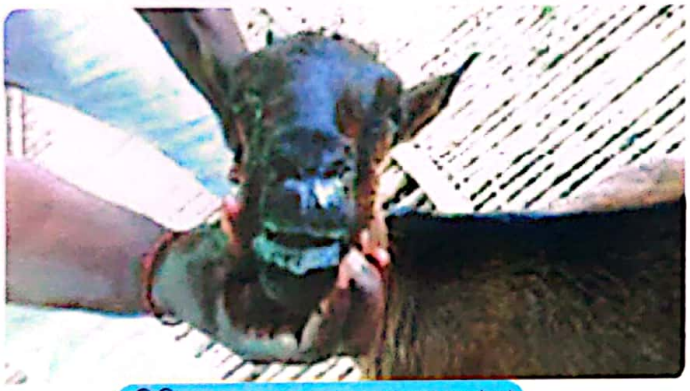

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগলের মুখে ঘা

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ এ রোগের তেমন কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করালে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুহার কমানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(১) ব্রড স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক যেমন-অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, সিপ্রোফ্লক্সসিন ইত্যাদি। (২) পাতলা পায়খানার জন্য সালফোনামাইড বোলাস এবং স্যালাইন দিতে হবে। (৩) এন্টিহিস্টামিনিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

পিপিআর রোগনির্মূল ও প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- নিয়মিত পিপিআর রোগের টিকা প্রদানই পিপিআর রোগ থেকে মুক্ত থাকা ও রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।
- ছাগলের বাচ্চার বয়স ৪ মাস হলেই প্রথম পিপিআর টিকা দেওয়া আবশ্যক।
- একবার টিকা প্রদান করলে ৩/৪ বছর পর্যন্ত ছাগল ভেড়াতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয়।
- প্রথমবার টিকা প্রদানের এক বছর পর বুষ্টার টিকা (২য় বার) প্রদান করলে ছাগল ভেড়াতে সারা জীবনের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে।
- যেহেতু এ রোগের কোন ভাল চিকিৎসা নেই সেহেতু ছাগল ভেড়া পালনকারীকে তার ছাগল ভেড়াকে অবশ্যই জীবনে দুইবার এই টিকা প্রদান করতে হবে।

প্রচারে ঃ পিপিআর রোগ নির্মূল এবং জুনোসিস নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

CamScanner

গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ

"মশা মাছি নিধন করি, রোগমুক্ত খামার গড়ি"

লাম্পি স্কিন ডিজিজ কি?

এটি একটি ভাইরাসজনিত চর্মরোগ যা শুধুমাত্র গরু ও মহিষকে আক্রান্ত করে এবং বাংলাদেশে এ রোগটি নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ রোগে গরু আক্রান্ত হচ্ছে, তবে এ রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় না।

আক্রান্ত গবাদিপশুর প্রধান লক্ষণ :

রোগটি কার মাধ্যমে ছড়ায়?

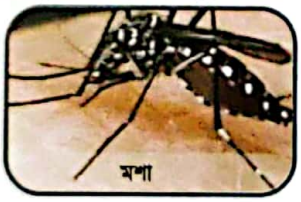

রোগটি হলে গবাদিপশুর কি কি সমস্যা হতে পারে?

- দুধ উৎপাদন কমে যায়
- গবাদিপশু দুর্বল হয়ে পড়ে
- ওজন কমে যায়
- চামড়ার গুনাগুন নষ্ট হয়ে যায়

নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ :

- মশা মাছি মুক্ত রাখার জন্য খামার ও বসতবাড়ির আশেপাশে পরিচ্ছন্ন রাখা অতীব প্রয়োজন
- খামার পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা
- আক্রান্ত গবাদিপশুকে সুস্থ গবাদিপশু হতে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা
- সম্ভব হলে আক্রান্ত গবাদিপশুকে মশারির ভেতর রাখা
- ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা প্রদান করা

রোগটি দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর অথবা ভেটেরিনারি সার্জন এর সাথে যোগাযোগ করুন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

CamScanner

গবাদিপশুর বন্ধ্যাত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
www.natpdls.gov.bd

গবাদিপশুর বন্ধ্যাত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

একটি আদর্শ বকনা/গাভীর বৈশিষ্ট্য ঃ

- সুষ্ঠু পরিচর্যায় দেশী জাতের বকনা ২৪-৩৬ মাস এবং সংকর জাতের বকনা ১০-১৮ মাসে ডাকে আসে
- বকনা বাছুরকে প্রথম প্রজননের জন্য তার বয়স ১৮-২২ মাস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম
- প্রজননের জন্য বকনা/গাভীর ডাক থাকে ১২-২৪ ঘন্টা (১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করা উত্তম)
- বকনা/গাভীর দুই ঋতুচক্রের ব্যবধান (গর্ভধারন না করলে) হবে ২১ দিন
- গাভীর গর্ভধারণের/গর্ভকালীন সময় ২৮০ ± ১০ দিন
- প্রসব পরবর্তী গাভীকে প্রথম প্রজননের সময় ৬০-৯০ দিন
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর পরবর্তী বাচ্চা উৎপাদন সময়কাল ৩৭৫-৪০০ দিন

বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতার লক্ষণ ঃ

- বাচ্চা প্রসবের ৯০-১০০ দিনের মধ্যেও গাভী গরম না হওয়া
- গাভী ঘন ঘন গরম হওয়া বা অনিয়মিতভাবে গরম হওয়া
- গাভী অনেক দিন পর পর ডাকে আসা
- স্ত্রী প্রজননতন্ত্র থেকে ঘোলা, পুঁজ বা রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত ও গর্ভপাত হওয়া
- গাভী/বকনাকে তিন বারের অধিক প্রজননের পরও গর্ভধারণ না করা
- গাভীর গর্ভফুল সময়মত না পড়া, জরায়ুর বহির্গমন হওয়া ইত্যাদি

বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা প্রতিকারের উপায় ঃ

- স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনায় বকনা/গাভী পালন করতে হবে
- বকনা/গাভীকে সুষম খাদ্য ও প্রচুর সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে
- বকনা/গাভীর গরমকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করে সময়মত প্রজননের ব্যবস্থা করতে হবে
- গাভীর প্রজননতন্ত্রে কোন অসুখ থাকলে সময়মত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রসবের সময় গাভীকে সঠিকভাবে যত্ন নিতে হবে
- বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

CamScanner